দেশ ও কালভেদে সংজ্ঞার রকমফের

খন্দকার জাহিদ হাসান

আপনি যদি খুব বিনয়ী আর মধুর স্বভাবের হন এবং আপনার বাক্যে ও আচরণে যদি তা প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ পেতে থাকে, সে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াসহ পাশ্চাত্যের অন্য যে কোনো দেশের মূল স্রোতোধারার মানুষ আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ "You've got a very nice personality!" তার মানে, এই সব দেশে মানুষের personality বা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন এভাবেই করা হয়ে থাকে। অথচ বাংলাদেশে আপনি ও-রকম বিনয়ী হলে মানুষ তার সুযোগ নিয়ে বসতে পারে, আপনাকে উটকো ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। বিনয় সেখানে দুর্বলতার সমতুল্য। নিজের দেশের মানুষকে ছোট করার উদ্দেশ্যে কথাটা বললাম না, স্রেফ বাস্তবতাটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আসলে আমাদের দেশে 'ব্যক্তিত্ব' বলতে তাত্ত্বিকভাবে যা-ই বোঝানো হোক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। ওখানে 'ব্যক্তিত্বসম্পন্ন' হতে হলে এক ধরণের কৃত্রিম আবরণে নিজেকে ঢেকে নিতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া মানেই গম্ভীর আর কাঠখোট্টা হওয়া, কেউ সালাম দিলে বা সম্ভাষণ করলে স্রেফ মাথা ঝাঁকিয়ে বা "হুঁঃ" গোছের শব্দ করে তার প্রত্যুত্তর দেয়া, নিজের সুখ-দুঃখের আবেগকে ফল্গুধারার মতো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা, ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের পর এবারে 'সম্মান' প্রসঙ্গে আসা যাক। আদিম সাম্যবাদ যুগ পেরিয়ে আসার পর থেকে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের যে ক্রমঃরূপান্তর ও বিবর্তন ঘটে চলেছে, তার প্রেক্ষাপটে 'সম্মান'-এর ব্যাপারটি কিছুটা জটিল ধরণের। দাস যুগে মনিবের সামনে সারাক্ষণ মাথা নত করে থাকার মধ্যে দিয়ে প্রভুর প্রতি দাসের সম্মান প্রদর্শনের যে অমানবিক চলটি শুরু হয়, কালের বিবর্তনে তা স্থায়ী হয়ে বসে মানুষের মস্তিষ্কে। বিশেষ করে সামন্তবাদ যুগে এসে এই বিষয়টি নিদারুণ এক রূপ পরিগ্রহ করে। দিকে দিকে সামন্তপ্রভুদের রাজত্ব তখন। তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে এই ধরাতল সদা প্রকম্পিত থাকত। আর প্রজাদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে নেয়ার কত সব কৌশল ছিল তাদের! রাজস্ব আদায়ের নামে প্রজাদের ওপর দিবানিশি সামন্তপ্রভুদের ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীর জুলুম নির্যাতন তো ছিলই। সেই সাথে কাউকে তলব করা হলে কিংবা পেয়াদারা ধরে নিয়ে গেলে রাজনদের প্রতি 'উপযুক্ত সম্মান' প্রদর্শন করতে হত তাদের। সুউচ্চ সব প্রাসাদে থাকত সেই ভূস্বামীরা। এত উঁচু যে, মানুষ যেন প্রাসাদে প্রবেশকালে তার উচ্চতা ঠাহর করতে গিয়ে ভিরমি খেয়ে চিৎপটাং হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং তার ফলে রাজনের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। আর তারই পরিণতিতে অন্দরে গিয়ে তারা যেন রাজনের সামনে মাথা নুইয়ে ফেলে এবং আগাগোড়া নত হয়েই থাকে। ঘটা করে সম্মান প্রদর্শনের এহেন আয়োজনের স্বরূপ কালের বিবর্তনে আস্তে আস্তে লুপ্ত হল। ইতিমধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান প্রদর্শনের রীতিও অনেক পালটে গেল। পশ্চিমা বিশ্বের বর্তমান দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধিগতভাবে 'সম্মান' বা 'respect'-এর অর্থ একেবারেই ভিন্ন আর মানবতাভিত্তিক। এ সব দেশে এখন শুধুমাত্র 'আসুন স্যার, বসুন জনাব' কিংবা 'আর কিছু লাগবে নাকি'- এ সব প্রথার মাঝেই সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি আর সীমাবদ্ধ নেই। পাশ্চাত্যের আধুনিক জীবন-ব্যবস্থায় respect-এর চেতনাগত অর্থ এখন ব্যাপক আর সুদূরপ্রসারী এবং মোটেও কেবল আর বয়োজ্যেষ্ঠতা-নির্ভর নয়, বরং উভয়মুখী। ছোট্ট একটা শিশুকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা বা রাস্তায় একে অপরকে সমঝে চলা, কারো টেক্সট মেসেজ বা ই-মেইলের ছোট্ট করে হলেও একটা জবাব দেয়া, কিংবা কেউ একজন তার চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে কি একটা বলতে চাইছে, তা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করাটাও কিন্তু অপরকে সম্মান দেখানোর অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এসব দেশে। তবে বাঙ্গালীর জীবনাচরণে আজও কিন্তু সদা-তটস্থ ভঙ্গিমাতে 'সম্মান প্রদর্শন'-এর সেই আদ্যিকালের রীতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রয়ে গেছে।

দেশভেদে 'চরিত্র' শব্দটির রকমফের সবচেয়ে বিচিত্র আর কৌতুকজনক। প্রাচ্যের গণমানুষের চেতনায় এই স্পর্শকাতর বিষয়টি কেন যেন শুধুমাত্র নারীপুরুষের অবৈধ সম্পর্কের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করা যাক। বাংলাদেশে কেউ ঘুষ খেলে, স্বজনপ্রীতি করলে, চুরি-ডাকাতি বা জালিয়াতি করলে অবশ্যই তাকে খারাপ চোখে দেখা হয় এবং এই শ্রেণীর মানুষদের 'ঘুষখোর', 'স্বজনপোষক', 'চোর', 'ডাকাত', 'জালিয়াত', ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কখনো তাদেরকে 'চরিত্রহীন' বলি না। সেখানে কাউকে কেবল তখনই 'চরিত্রহীন' বলা হয়, যখন বিপরীত লিঙ্গের কারো সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক থাকে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যে কারো চরিত্রের বিচার করা হয় সার্বিকভাবে। সেখানে তার দুর্নীতি ও অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ততাই প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এর পরে আসে তার ব্যক্তিগত লাম্পট্যের বিষয়টি।

'স্মার্ট' শব্দটি ইংরেজী হলেও বাংলা ভাষায় তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। Smart-এর একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ অভিধানে রয়েছে। যেমন, বুদ্ধিমান, রসবোধপূর্ণ, করিৎকর্মা, চটপটে, ছিমছাম, ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলঃ যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী, তারা কিন্তু বেশীর

ভাগ সময় স্মার্ট শব্দটি ব্যবহার করে বুদ্ধিমান, চতুর, এমনকি ধূর্ত বা ধুরন্ধর বোঝাতে। দৈনন্দিন জীবনে তাদের মাঝে বহুল উচ্চারিত কয়েকটি বাক্যের উদাহরণ দিচ্ছিঃ (1) "My brother is very smart, he is able to solve any mathematical problem." (2) Mary called an ambulance for her daughter at the right time and that was a smart decision!" (3) "Foxes are lot smarter than dogs." অথচ আমরা বাংলাভাষীরা 'স্মার্ট' শব্দটি ঠিক ঐ সকল অর্থে ব্যবহার করি না। বরং স্মার্ট আমরা শুধুমাত্র তাদেরকেই বলি, যারা আচরণে যুগোপযোগী, চলনে বলনে ফিটফাট এবং বিশেষত বেশভূষায় ধোপদুরস্ত।

যাই হোক, ব্যক্তিবিশেষের মতো প্রত্যেক জাতি বা ভাষাভাষী গোষ্ঠীরই একটা করে নিজস্ব প্রচলন বা প্রবণতা থাকে, তা সে সংজ্ঞা নির্ধারণ, ব্যাখ্যা প্রদান বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। আমাদের প্রাচ্যের সবকিছুই ভুল বা নিকৃষ্ট, তা নয় কিংবা তা প্রমাণ করার জন্যই আমি এই নিবন্ধ রচনা করিনি। সকলের জানা কিছু বাস্তব ব্যাপারকে নতুন করে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

এই জগতের সব কিছুই সুন্দর হয়ে উঠুক এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণ হোক- এই কামনা করে শেষ করছি।